নয়ঃ কেউ যদি বিশ্বাস করে— কিছু লোক মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়তের বাইরে যেমনিভাবে খিযির মূসা عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর শরীয়তের বাইরে ছিলেন, তাহেল সে কাফের।

দশঃ আল্লাহ্ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ এর দ্বীন থেকে বিমুখ— দ্বীনের জ্ঞান অর্জন না করে তা অনুযায়ী আমলও করল না (এমন ব্যক্তি কাফের)। দলীল আল্লাহ جَلَّ وَعَلَا বলেন,

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢]

“ওর চেয়ে বড় যালিম কে? যাকে ওর রবের নিদর্শনাবলি স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি অবশ্যই অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নেই।” [সাজদা: ২২]

*উল্লেখিত বিষয়গুলো ঠাট্টাচ্ছলে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিংবা ভয়ভীতির কারণে যেভাবেই হোক— (কাফের হওয়ার) বিধানের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই; যদি-না কাউকে জোরপূর্বক বাধ্য করা হয়। এ বিষয়গুলোর প্রতিটি খুবই বিপজ্জনক, আর তা অনেকের জীবনে অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এ বিষয়গুলো থেকে সতর্ক হয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ক্রোধ
ও কঠিন শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ,
তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীগণের উপর।

শায়েখ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ এর বক্তব্য এখানেই শেষ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

জেনে রাখুন, **ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় দশটি:**

একঃ আল্লাহর ইবাদতে কোনো কিছু শরীক করা। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” [নিসা: ৪৮] تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ আরও বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]

“যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওর জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং ওর বাসস্থান জাহান্নাম। আর যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।” [মায়েদা: ৭২] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে যবেহ করা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন: জ্বিন বা কবরের উদ্দেশ্যে যবেহ করা।

দুইঃ যে আল্লাহ ও তাঁর মাঝে অন্যদেরকে মাধ্যম বানিয়ে তাদের কাছে প্রার্থনা করে, সুপারিশ চায় এবং ভরসা করে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের।

তিনঃ মুশরিকদেরকে কাফের বলে বিশ্বাস না করলে বা ওদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করলে অথবা ওদের ধর্মমতকে সঠিক বলে মন্তব্য করলে সে কাফের।

চারঃ যে নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর আদর্শ ব্যাতিত অন্য কোনো আদর্শেকে পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে; কিংবা তাঁর বিধানের চেয়ে অন্য কারো বিধানকে উত্তম মনে করে, যেমন: কেউ

তাঁর বিধানের ওপর তাগুতের (মানব রচিত) বিধানকে অগ্রাধিকার দিলে সে কাফের।

পাঁচঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ আনীত কোনো বিধান অপছন্দ করবে, সে ঐ বিধানানুযায়ী আমল করলেও কাফের।

ছয়ঃ যদি কেউ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ এর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত সামান্য বিষয় (আল্লাহ্‌র প্রতিদান কিংবা শাস্তি) নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তবে সে কাফের। দলীল عَزَّ وَجَلَّ বলেন,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

“বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? আর অজুহাত দেখিয়ো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরি করেছ।” [তাওবা: ৬৫-৬৬]

সাতঃ জাদু করা। আকৃষ্ট ও বিকৃষ্ট করার তদ্বির এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে জাদু করে অথবা জাদু প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে কাফের। দলীল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ এর বাণী:

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“তারা কাউকে এ কথা না বলে (জাদু) শেখাতো না যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; তাই কুফরী করো না।” [বাকারা: ১০২]

আটঃ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সাহায্য করা। দলীল عَزَّ وَجَلَّ বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]

“তোমাদের কেউ ওদের সাথে বন্ধুত্ব করলে সে ওদেরই একজন। আল্লাহ কখনো যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।” [মায়িদাহ: ৫১]